

সম্পাদকীয়:

করোনা-কালে চরম দুঃসময়ে বিপন্ন মানুষের দিকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করছেন নাগরিক সংগঠন সুজন-এর সারাদেশের বন্ধুরা। পাশাপাশি তারা ভূমিকা রাখছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে। ধারাবাহিকভাবে তাদের উদ্যোগসমূহের কথা প্রকাশ করা হচ্ছে ই-নিউজ লেটারে। পঞ্চদশ সংখ্যাটিতেও থাকছে তেমনি কিছু উদ্যোগের কথা।

মুন্নার ফেসবুক পোস্টেই হলো সংকট নিরসন



৩০ এপ্রিল ২০২০, ভোর রাতে করোনা উপসর্গ নিয়ে বাড়িতেই মারা যান বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের ব্রাহ্মণদিয়া গ্রামের কৃষক জাহাঙ্গীর হোসেন হাওলাদার (৫০)। মৃতের স্বজনরা করোনা উপসর্গের কথা গোপন রেখেই স্বাভাবিক নিয়মে তার জানাজা ও দাফন করে। তবে বরিশাল টাইমস অনলাইনে এ নিয়ে প্রকাশিত সংবাদের সূত্র ধরে গত ২ মে বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের একটি চিকিৎসক দল মৃত কৃষকের পরিবারের ৬ জনের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং পরে ছেলে সাক্ষিরের (২০) দেহে করোনার উপস্থিতি শনাক্ত হয়। সঙ্গত কারণেই ঐ বাড়িসহ আশেপাশের ৩১টি বাড়ি লকডাউন করা হয়। ফলে বাড়িতে টিউবওয়েল না থাকা একঘরে হয়ে পড়া পরিবারটি তীব্র পানির সংকটসহ সমস্যায় পড়ে।

বিষয়টি নিয়ে সুজন-বাবুগঞ্জ উপজেলা কমিটি সম্পাদক ও বাবুগঞ্জ বিমানবন্দর প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আরিফ আহমেদ মুন্না তাঁর ফেসবুক পেইজে একটি পোস্ট দিয়ে সংকটে পড়া পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান। এই পোস্ট দেখে বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর ইউনিয়নের তরুণ সমাজসেবক ও শিল্পপতি জনাব মাহাবুবুর রহমান সোহাগ সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন পরিবারটির প্রতি। তাঁর পক্ষে সুজন-সম্পাদক আরিফ আহমেদ মুন্না গত ৮ মে ২০২০-এ ৫০ কেজি চাল, ১০ কেজি আলু, ৫ লিটার সয়াবিন তেল, ৫ কেজি মুরগির মাংস, ৪ কেজি ডাল, ৩ কেজি পেঁয়াজ ও ২ কার্টন মিনারেল ওয়াটার ভুক্তভোগী পরিবারে পৌঁছে দেন। এ সময় তার সাথে ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সুরাইয়া আক্তার লনী ও দি হাস্কার প্রজেক্ট-এর ইউনিয়ন সমন্বয়কারী আবু হানিফ ফকির।

আর্তমানবতার সেবায় আলফাডাঙ্গা যুব সমিতি ও সুজন

সারাবিশ্বে মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাসের প্রভাবে সৃষ্ট বিপর্যয়কালে আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে এসেছে ঢাকাস্থ আলফাডাঙ্গা যুব সমিতি ও সুজন-আদাবর থানা কমিটি। “Stay home, Stay safe” স্লোগানকে সামনে রেখে দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল ৬০০ হতদরিদ্র, অসহায়, শ্রমিক ও দিনমজুর পরিবারে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করেছে সংগঠন দুটি।

আলফাডাঙ্গা যুব সমিতির সভাপতি এবং সুজন-আদাবর থানা কমিটির আহ্বায়ক ও আজীবন সদস্য গাজী জিয়াউল হকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সংগঠন দুটির সদস্যবৃন্দ খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের কাজে অংশ নেয়। ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলায় ৪৫০টি ও ঢাকার আদাবরে ১৫০টি পরিবারে মে ২০২০-এর প্রথম সপ্তাহে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছিল পরিবারপ্রতি ৫ কেজি চাল, ২ কেজি আলু ও আধা কেজি ডাল।



নিজ গ্রামের মানুষের পাশে আসলামের স্বেচ্ছাসেবক টিম

ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলাধীন কুষ্টিয়া ইউনিয়নের চকপাড়া গ্রামের উদ্যোমী এক যুবক মোঃ আসলাম। তিনি সুজন-কুষ্টিয়া ইউনিয়ন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক, একজন গণগবেষক, ইয়ুথ এন্ডিং হাস্কারের নেতা



এবং দি হাস্কার প্রজেক্ট-এর গ্রাম উন্নয়ন দলের সক্রিয় সদস্য। নিজ গ্রাম চকপাড়াকে একটি আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রভাব এই কাজকে কিছুটা বিঘ্নিত করলো। তবে তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তরুণদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করেন মোঃ আসলাম। প্রথমে গ্রামের মানুষকে মৌখিকভাবে সচেতন করার

পাশাপাশি জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ ও জীবাণুনাশক ব্যবহার করে দু'হাতকে জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়া দেখিয়ে দেন তারা। এরপর গত ৫ এপ্রিল ২০২০ থেকে কয়েক দিন ধরে গ্রামের মানুষের মধ্যে ১০০০ সাবান ও ১০০০ মাস্ক বিতরণ করেন। পাশাপাশি দুই দফায় ৬০টি দরিদ্র পরিবারের মাঝে একহাজার টাকা সম্মুন্ডের চাল, ডাল, তেল বিতরণ করা হয়। গ্রামের মানুষের সাথে সভা করে স্বেচ্ছাসেবীরাসহ সামর্থবান গ্রামবাসীদের অংশগ্রহণে গঠিত তহবিল থেকে এ সকল কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। উল্লেখ্য, আসলামের নেতৃত্বাধীন স্বেচ্ছাসেবক টিম সার্বক্ষণিকভাবে গ্রামের মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছেন এবং প্রয়োজনে তাদের সহযোগিতা করছেন।